Bangladesh Biological Diversity Act 2012
বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১২

যেহেতু, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত প্রথাগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ;
যেহেতু, বাংলাদেশ জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের অংশীদার (পার্টি) এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আন্তর্জাতিকভাবে অংগীকারাবদ্ধ;
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার এবং জীববৈচিত্র্য সম্পদ ব্যবহারের লক্ষ্যে অনুপ্রবেশের (Access) ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুফল (Benefit)-এর ন্যায্য হিস্যা (Equitable Sharing)-সংরক্ষণকারী এবং অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে নিশ্চিত করা সমীচীন এবং প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ

(১) এই আইন বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১২ বলিয়া অভিহিত হইবে। সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। উদ্দেশ্যঃ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, অনুপ্রবেশের (Access) ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুফল (Benefit)-এর ন্যায্য হিস্যা (Equitable Sharing)-সংরক্ষণকারী এবং অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

(১) এই আইন সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
(২) জীববৈচিত্র্যগতভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিবেশব্যবস্থাসহ নিজস্ব পরিবেশ (*In-situ*) বা বহির্ভূত পরিবেশে (*Ex-situ*) বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য এবং কৌলিক সম্পদ (Genetic Resources) সংরক্ষণ, ইহাদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং অনুপ্রবেশের (Access) ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুফল (Benefit)-এর ন্যায্য হিস্যা (Equitable Sharing)-সংরক্ষণকারী এবং অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আইন প্রযোজ্য হইবে।
(৩) যে কোন গণ/প্রজাতিভুক্ত সমস্ত ধরণের জীব (যথাঃ উদ্ভিদ, প্রাণী, মাছ, জলজ জীব, অনুজীব এবং বন্য অথবা পালিত বা পোষ্য) যাহা প্রকৃতিগতভাবে অথবা পরিবর্তিত যে কোনভাবে সৃষ্ট জীব, জীব কোষ, কৌলিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
(৪) এই আইন জীব এবং কৌলিক সম্পদের প্রথাগত ব্যবহার এবং বিনিময়-এর নিয়ম-নীতি *(Sui generis)* সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩। সংজ্ঞা ঃ
বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে

(ক) জীববৈচিত্র্য অর্থ সকল জীবসম্পদ ও তাহার সকল প্রকারভেদ যাহা কিছু সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অংশ; স্থলজ, জলজ বা সামুদ্রিক পরিবেশে বিদ্যমান প্রজাতিগত, কৌলিগত এবং প্রতিবেশগত বিভিন্নতা জীববৈচিত্র্যেরই অংশ ।
(খ) "জীববৈচিত্র্য সনদ" অর্থ ৫ই জুন ১৯৯২ সালে রিওডি জেনারিওতে জীববৈচিত্র্য বিষয়ে যে সনদ গৃহীত হয়।
(গ) "উপকারভোগী" অর্থ জীববৈচিত্র্যের উপাদানসমূহের সংরক্ষণকারী, জীববৈচিত্র্যজাত পণ্য বা সেবার সুফল ভোগকারী, জীববৈচিত্র্যজাত জ্ঞান ও তথ্য ধারণ ও বহনকারী, যাহারা জীবসম্পদ ব্যবহার, ব্যবহার প্রবর্তন এবং উহার চর্চা বা অনুশীলন বা প্রয়োগের সহিত সরাসরি সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি বা সম্প্রদায়;
(ঘ) "জীব সম্পদ" অর্থ উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অনুজীব অথবা তাহাদের অংশ, তাহাদের জিনগত বৈশিষ্ট এবং উৎপাদিত পণ্য (মূল্য সংযোজিত পণ্য ব্যতিত) যাহার প্রকৃত কার্যকর ব্যবহারিক মূল্য আছে, কিন্তু মানব জীন উপাদান উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
(ঙ) "জীবজরিপ এবং জীব-ব্যবহার" অর্থ প্রজাতি, উপপ্রজাতি, জীব সম্পদের উপাদান বা ইহাদের নির্যাস, কৌলিগত বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান, কোষ-কলার বৈশিষ্ট্য নিরূপন, জীবের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ইত্যাদি কাজসমূহকে বুঝাইবে।
(চ) "সভাপতি" অর্থ জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি;
(ছ) "সদস্য" অর্থ জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি এবং সদস্য ।;
(জ) "জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি" অর্থ জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র সম্পদ সংরক্ষণ, এই সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা, এই সম্পদের আইনানুগ ব্যবহার এবং জীববৈচিত্র্য জীববৈচিত্র্যজাত সম্পদে অনুপ্রবেশের (Access) ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুফল (Benefit)-এর ন্যায্য হিস্যা (Equitable Sharing)-সংরক্ষণকারী এবং অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যাহা ধারা ৮ অনুযায়ী গঠিত হইবে;

(ঝ) "স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি" অর্থ নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি;

(ঞ) "বাণিজ্যিক ব্যবহার" অর্থ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জীবসম্পদের প্রায়োগিক ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন পন্য যেমনঃ ঔষধ, শিল্পে ব্যবহার্য এনজাইম, খাদ্যের সুগন্ধি, দেহে ব্যবহার্য সুগন্ধি, প্রসাধনী, রং, ইমালসিফাইয়ার, ওলিওরেজিন্‌স প্রভৃতি, অনুজীবে, শস্যে এবং প্রাণীসম্পদে কৌলিগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে অন্য জীব হইতে নির্যাস বা জিন সংগ্রহ করা।

(ট) "ন্যায্য হিস্যা" অর্থ ধারা ২১ অনুযায়ী জীববৈচিত্র্যগত সুফলের ন্যায়সঙ্গত বন্টন যাহা কারিগরি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(ঠ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(ড) "গবেষণা" অর্থ জীবসম্পদের উপর সমীক্ষা বা পদ্ধতিগত অনুসন্ধান বা জীবের বা উহার উপজাত বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর প্রযুক্তির প্রয়োগ;

(ঢ) "টেকসই ব্যবহার" অর্থ জীববৈচিত্র্যের উপাদানসমূহের এইরূপ ব্যবহার পদ্ধতি, যে প্রক্রিয়ায় জীববৈচিত্র্যের দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়া থাকার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার হুমকি সৃষ্টি না করিয়া বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহারকে বুঝাইবে;

(ণ) "মূল্য সংযোজিত পণ্য অর্থ অনুজীব, উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোন অংশ অথবা নির্যাস হইতে তৈরী পন্যসামগ্রী যেগুলি বাহ্যিকভাবে অবিচ্ছেদ্য রূপে বা চিনিবার মত অবস্থায় থাকে না।

(ত) "প্রতিষ্ঠান" অর্থ কোন প্রতিষ্ঠানের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এবং

(থ) "পরিচালক" অর্থ ফার্মের সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ ফার্মের অংশীদারকে বোঝায়।

(দ) "এক্স-সিটু সংরক্ষণ" এর অর্থ জীববৈচিত্র্য সম্পদ বা তার অংশবিশেষকে যদি স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অবস্থান হইতে অন্যত্র সংরক্ষণ করা হয়।

(ধ) "ইন-সিটু সংরক্ষণ"-এর অর্থ প্রজাতি এবং তাহার সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক বাসস্থানের সংরক্ষণ।

(ন) "কালটিভার" অর্থ ঐ সমস্ত গাছপালার প্রকার যার বিবর্তন হয়েছে এবং টিকে আছে চাষাবাদ-এর মাধ্যমে এবং চাষাবাদের প্রয়োজনে এদের বংশ বৃদ্ধি করা হইতেছে।

(প) "লোকজ ভ্যারাইটি" অর্থ গাছ-গাছালির প্রকার যা চাষিদের দ্বারা উৎপন্ন এবং বাড়িয়া উঠিয়াছে, কৃষকদের মাঝে বিনিময় হইতেছে।

(ফ) "ল্যান্ড রেইস" অর্থ আদিম কালটিভার যাহা প্রাচীন চাষি এবং তাদের বংশধরদের দ্বারা বুনো অবস্থা হইতে মাঠে প্রসার লাভ করিয়াছে।

<u>৪। জীববৈচিত্র্যে অনুপ্রবেশ (Access) সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ।</u>

(১) জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত উপধারা-২ এ বর্ণিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য ব্যবহারের লক্ষ্যে অনুপ্রবেশ করিতে পারিবে না।

(২) নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞানের বাণিজ্যিক বা অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যে গবেষণা অথবা সমীক্ষা পরিচালনা অথবা এইগুলোর আহরণ কার্যক্রমের সংগে যুক্ত হইতে পারিবেন না

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন ব্যক্তি;

(খ) আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী এমন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের অনিবাসী নাগরিক;

(গ) এমন সংস্থা যাহা বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী এই দেশে নিবন্ধিত নহে অথবা যাহার মূলধনে কোন বাংলাদেশীর অংশ বা অংশীদারিত্ব নাই।

<u>৫। জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির অনুমোদন ব্যতীত গবেষণালব্দ ফলাফল কোন বিশেষ ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরযোগ্য নহে ঃ</u>

(১) জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতিত বাংলাদেশের জীববৈচিত্র সম্পদ থেকে গবেষণালব্ধ ফলাফল আর্থিক বা অন্য যে কোন কারণে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে প্রদান করা যাইবে না।

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন ব্যক্তি

(খ) বাংলাদেশের আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিক, কিন্তু অধিবাসী নন এমন ব্যক্তি;

(গ) যেই সব সংস্থা বা সংগঠন বা এসোসিয়েশন বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয়

(ঘ) সংস্থার মূলধনে বা ব্যবস্থাপনায় যদি বাংলাদেশী নন এমন ব্যক্তি অংশীদার থাকেন।

পাদটীকা ঃ

গবেষণালব্দ প্রবন্ধ যদি সরকারি বিধি অনুযায়ী প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে তাহা কোনো সেমিনার বা কর্মশালায় প্রকাশনার ক্ষেত্রে উপধারা-৫ এর বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

<u>৬। জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির অনুমোদন ব্যতীত মেধাস্বত্বের অধিকারের জন্য আবেদন করা যাইবে নাঃ</u>

(১) জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের জীবসম্পদের ব্যবহার করিয়া কোন উদ্ভাবনের জন্য বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে মেধাসত্ত্বের অধিকারের জন্য আবেদন করিতে পারিবে না।

(২) উল্লেখ্য যে, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি আবেদনপত্র গ্রহণের ৯০ দিনের মধ্যে তাহা নিস্পত্তি করিবে।

(৩) জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এই ধারা অনুযায়ী অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে বেনিফিট শেয়ারিং ফি বা রয়েলটি বা উভয়টি অথবা মেধাস্বত্বের বানিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর্থিক লভ্যাংশের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাদি বিধি দ্বারা আরোপ করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হইবে না যিনি উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো আইনের আওতায় মেধাস্বত্ত সংরক্ষণে আবেদন করিয়াছেন।

৭। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে জীবসম্পদ ব্যবহারের পূর্বে জাতীয় কমিটি-কে অবহিতকরণঃ

(১) বাংলাদেশের নাগরিক নন বা এই দেশে নিবন্ধিত নয় এমন কোনো সমিতি বা সংঘ বা সংস্থা বা জীব-জরিপ কিংবা বাণিজ্যিক জীব-ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোন জীবসম্পদ সংগ্রহ বা গ্রহণ বা অনুপ্রবেশ করিতে চায়, তবে তিনি বা তাঁহাদেরকে অবশ্যই জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিকে যথাযথভাবে অবহিত করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারা জীববৈচিত্র্যের উৎপাদনকারী বা আবাদকারী স্থানীয় সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী, *বৈদ্য* ও *হাকিম, কবিরাজ* যাহারা স্বদেশজাত বা দেশীয় ঔষধ ও পণ্য প্রস্তুত করেন, তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৮। জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির গঠনঃ

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাতীয় জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কমিটি নামক একটি কমিটি গঠন করিবে।

(২) জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি নিম্নোক্ত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে

(ক) কমিটির সভাপতি, সচিব ,পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

(খ) কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় হইতে একজন করে মোট ৭ জন সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(গ) নিম্নোক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ১০ জন সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন

(১) পরিবেশ অধিদপ্তর

(২) বন অধিদপ্তর

(৩) জাতীয় জীবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান

(৪) বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

(৫) সমুদ্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান

(৬) ওষধ ও হোমিওপ্যাথি

(৭) বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ

(৮) মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান

(৯) প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান

(১০) বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

(৩) ৭ জন গবেষক/বিশেষজ্ঞ/বিজ্ঞানী এই কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন- যাহারা, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত বিষয়াদি, জীবসম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং কৌলিকসম্পদে প্রবেশের ক্ষেত্রে ন্যায্য হিস্যা (Equitable Sharing)-সংরক্ষণকারী এবং অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞানী ও পারদর্শী, জীব-শিল্পের প্রতিনিধি, সংরক্ষণকারী, উৎপাদক এবং জীবসম্পদের জ্ঞান ধারণকারী ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হইবেন।

(৪) পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করিবেন।

(৫) জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অধিদপ্তরসমূহ জীববৈচিত্র্য বিষয়ে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করিবে। এই কমিটি জাতীয় কমিটিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারিগরী পরামর্শ প্রদান করিবে। কমিটির গঠন এবং কার্যপরিধি বিধিদ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি গ্রহণে জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রদেয় অনুমোদন ঃ

(১) কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের কোন জীবসম্পদ বা সংশ্লিষ্ট দেশীয় জ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা করিতে চান তাহা কমিটিকে অবহিত করিতে হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের জীব-সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার, জীব-জরীপ এবং জীব-পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ জীববৈচিত্র্য বিষয়ক গবেষণালব্ধ ফলাফল দেশের বাহিরে স্হানান্তর করিতে চান তবে তাহাকে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির নিকট প্রয়োজনীয় ফি প্রদানপূর্বক আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাহিরে কোন জীববৈচিত্র্য তথা কৌলিসম্পদ বিষয়ক প্যাটেন্ট বা মেধাসত্ব (ইনট্যালেকচুয়াল প্রোপারটি রাইট) সংরক্ষণ করিতে চান তাহাকে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি-এর নিকট নির্দিষ্ট ছকে আবেদন করিতে হইবে।

(৪) উপধারা-২ ও উপধারা-৩ এর অধীনে কোন আবেদনপত্র পাওয়ার পর জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি তদন্ত সম্পাদন করিবে। প্রয়োজনবোধে অত্র বিষয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সাথে আলোচনা করিয়া গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে অনুমোদন প্রদান করিবে অথবা উপযুক্ত কারণ দর্শানোপূর্বক আবেদনপত্র বাতিল করিবে। বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট শর্তাবলী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রয়েলটি আরোপের বিধানসহ প্রতিটি অনুমোদন প্রদান করা হইবে।

(৫) এই ধারা অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি প্রতিটি অনুমোদনের প্রদানের বিষয়টি জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১০। জাতীয় জীববৈচিত্র্য কমিটি কর্তৃক জীবসম্পদজাত সুফলের ন্যায়সঙ্গত বন্টন নিশ্চিত করা ঃ

জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি জীবসম্পদে অনুপ্রবেশ বা সুফলের ন্যায়সঙ্গত বন্টন বিষয়ক যেই কোন অনুমোদন প্রদানের সময় নিশ্চিত করিবেন যে, যেই সকল জীবসম্পদের ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেয়া হইবে বা তাহার উপজাত দ্রব্যাদি অথবা ঐ সম্পর্কিত উদ্ভাবন এবং ঐ সম্পদ জ্ঞানলব্ধ ব্যবহারের লাভ ব্যবহার বিষয়ক প্রাক-অবহিতকরণ সাপেক্ষে এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্মত শর্তাধীনে আবেদনকারী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সুবিধার দাবিধারগণের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে বিলি-বন্টন করা হয়।

জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি সুফলের ন্যায়সঙ্গত বন্টণের বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুযায়ী, নিম্নলিখিত সকল বা যেই কোন বন্টন পদ্ধতি অনুসরণ করার ব্যবস্থা করিবে।

(ক) মেধাসম্পদের যৌথ মালিকানা মঞ্জুর করিবে অথবা যেইখানে দাবিদার সুনির্দিষ্ট, তাহার পক্ষে উহা মঞ্জুর করিবে।

(খ) স্থানীয় সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সুফলভোগীদের মাঝে জীববৈচিত্র্যের উন্নয়নসংক্রান্ত প্রযুক্তির হস্তান্তর নিশ্চিত করিবে।

(গ) উৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এমন বিষয়ে হইবে যাহাতে সুফলের দাবীদার মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে এইগুলো সহায়ক হয়।

(ঘ) জীবসম্পদের উন্নয়ন, জীবসমীক্ষা ও জীব ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা ইত্যাদি কার্যক্রম বাংলাদেশের বিজ্ঞানী বা তাহাদের সংগঠন বা সুফলের দাবীদার এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে সম্পন্ন হইতে হইবে।

(ঙ) জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির বিবেচনা অনুযায়ী আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং অন্য কোন সুবিধা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারী এবং জ্ঞানধারণকারী, উদ্ভাবনকারীদেরকে প্রদান করা হইবে।

(চ) ন্যায়সঙ্গত বন্টনের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি যদি কোন অর্থ আদায়ের জন্য আদেশ দেন, তাহা জাতীয় জীববৈচিত্র্য তহবিল গঠনপূর্বক উহাতে জমা দিতে হইবে।

(ছ) এই ধারার বাস্তবায়নে প্রতিবিধান মোতাবেক সরকার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে বিধিবিধান বা নির্দেশনাবলী তৈরি করিতে পারিবে।

১১। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ

নির্দেশনা অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি প্রতি অর্থ বছরের জন্য বিগত বছরের কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ ইহার বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করিবে। এবং ইহার কার্যকলাপে নিরীক্ষিত বিবরণ প্রত্যেক আর্থিক বছরের পূর্বেই সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১২। সরকার কর্তৃক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মকৌশল এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন

(১) জীবসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকার একটি জাতীয় কর্মপদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করিবে এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরী করিবে। এই কর্মপরিকল্পনায় থাকিবে জীবসম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চল চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, ইন-সিটু *(In-situ)* এবং এক্স-সিটু *(ex-situ)* সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা এবং নিয়মনীতিসমূহ। এ বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ দান, প্রশিক্ষণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

(২) যদি সরকারের এমন বিশ্বাস জন্মে যে, কোন স্থানের জীবসম্পদ ও তার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ সম্পদের অতিরিক্ত আহরণ, অপব্যবহার এবং অবহেলার কারণে ঐ সম্পদ অবলুপ্তির দিকে আগাইয়া যাইতেছে তবে সরকার ঐ এলাকাকে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতায় প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা Ecologically Critical Area (ECA) হিসাবে ঘোষণা করিবে। সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার নীতিমালা অনুযায়ী ঐ এলাকার ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে এবং অন্যান্য সকল কর্মকান্ড উক্ত নীতিমালার আওতায় পরিচালিত হইবে।

(৩) জীব-সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহারে সরকার যথাসাধ্য বাস্তব এবং যথাযথ বিভাগীয় ও আন্তঃ বিভাগীয় পরিকল্পনা, কর্মসূচিও নীতিমালা গ্রহণ করিবে।

(ক) কোন প্রকল্পের ফলে যদি জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ ক্ষতি কমানো বা পরিহার করিবার জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন করা হইবে এবং এই প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করিতে হইবে।

(খ) জীব-প্রযুক্তির প্রয়োগে সৃষ্ট পরিবর্তিত জীবের ব্যবহারের ফলে যদি প্রকৃতিতে জীবসম্পদের অস্তিত্ব ঝুঁকিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে সরকার এই পরিবর্তিত জীবের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(গ) জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশক্রমে সরকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত স্থানীয় সম্প্রদায়ের জ্ঞানকে যথাযথ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনসহ এই জ্ঞানসমূহ ধরে রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

১৩। ঐতিহ্যগত স্থানসমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণঃ

(১) অন্য কোনো আইনের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া সরকার স্হানীয় জনগণের সহিত আলোচনা করিয়া জীববৈচিত্র্যের ঐতিহ্যগত এলাকাসমূহের গুরুত্ব তুলিয়া ধরিয়া এইরূপ এলাকাসমূহকে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে ঐতিহ্যগত স্থান হিসাবে ঘোষণা দিতে পারিবেন।

(২) সকল ঐতিহ্যগত এলাকা ব্যবস্হাপনা এবং সংরক্ষণে সরকার নিয়মনীতি বা নির্দেশিকা তৈরি করিবে।

(৩) এই জাতীয় প্রজ্ঞাপন জারীর কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা জনগণকে ক্ষতিপুরণ প্রদানের বা পুর্নবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৪। আইনের আইনের আওতায় প্রাপ্ত অনুমোদন ব্যতীত তালিকাভুক্ত বিপন্ন প্রাণি বা জীবসম্প্রদায়ের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণ নিষিদ্ধঃ

(১) বিদ্যমান অন্য কোনো আইনের উদ্দেশ্যকে ক্ষুন্ন না করে সরকার বিলুপ্তির সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রহিয়াছে বা নিকট ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইতে পারে এমন প্রজাতি রক্ষায় বিভিন্ন সময়ে প্রজ্ঞাপন জারী করিয়া ঐসব প্রজাতির আহরণ বন্ধ করিতে এবং তাদের পুর্নবাসন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) কোন ব্যক্তি অবশ্যই এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে না যাহা ঃ

(ক) রামসার জলাভূমি ঘোষিত এলাকার পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে; অথবা

(খ) রামসার জলাভূমি ঘোষিত এলাকার প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে;

(৩) এ আইনে "প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্য" বলিতে রামসার সনদে বর্ণিত সংজ্ঞাকে বুঝাইবে

(৪) কোন ব্যক্তি অবশ্যই এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে না যাহা ঃ

(ক) তালিকাভুক্ত বিপন্ন প্রজাতি যাহা বন্য-পরিবেশে বিলুপ্ত এমন প্রজাতিসমূহের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে; বা

(খ) সংকটাপন্ন বা বিপন্ন বাস্তুসংস্হানিক সম্প্রদায়ের প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে;

১৫। জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত সম্পদ সংরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা ঃ

(১) সরকার জাতীয় জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর জীববৈচিত্র্য সম্পদ সংরক্ষণকল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করিবে।

(২) চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলো জীব সংগ্রহ এবং নমূনা প্রজাতিসমূহ নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ করিবে।

(৩) নতুন কোন প্রজাতি আবিষ্কৃত হইলে আবিষ্কারক সংশ্লিষ্ট সংরক্ষণাগারকে অবহিত করিবেন এবং আবিষ্কৃত প্রজাতির একটি নমূনা সংরক্ষণাগারে জমা দিবেন।

১৬। সুনির্দিষ্ট জীব-সম্পদকে আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদানে সরকারের ক্ষমতা ঃ

এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেনো সরকার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি সহিত পরামর্শক্রমে সরকারি প্রজ্ঞাপনে জারির মাধ্যমে কোন জীব-সম্পদ যাহা স্বাভাবিকভাবে নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিপনন করা হয় তাহাকে আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৭। জীববৈচিত্র্য ব্যবস্হাপনা কমিটি ঃ
জীববৈচিত্র্য ব্যবস্হাপনা কমিটির সংবিধান/গঠন ঃ

(১) প্রত্যেক স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা, টেকসই ব্যবহার ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ, কালটিভার এবং ল্যান্ড রেস সংরক্ষণ, প্রাণী এবং অনুজীবের ডমিস্টিকেটেড স্টক এবং ব্রীড সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জ্ঞান ডক্যুমেন্টেশন করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন করিবে।

(২) জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি জীববৈচিত্র্য ব্যবস্হাপনা কমিটির আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রভুক্ত জীবসম্পদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞান ইত্যাদির ব্যবহার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঐ কমিটির সহিত পরামর্শ করিবে।

(৩) জীববৈচিত্র্য ব্যবস্হাপনা কমিটিসমূহ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জীবসম্পদে অনুপ্রবেশকারী বা সংগ্রহকারী ব্যক্তির নিকট হইতে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফি আদায় করিতে পারিবেন।

১৮। আপীল ঃ

কোন ব্যক্তি জীববৈচিত্র্যগত সুফলের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন বা জীববৈচিত্র বিষয়ক জাতীয় কমিটির বা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্হাপনার কমিটির কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুদ্ধ হন, তবে তিনি সিদ্ধান্ত বা আদেশ জারীর ৩০ দিনের মধ্যে অথবা পর্যাপ্ত কারণ দর্শানো সাপেক্ষে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী আপীল করিতে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকেন তবে অনুর্ধ ৬০ দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

১৯। সরল বিশ্বাসে কৃতকর্ম ঃ

সরকারের কোন কর্মকর্তা বা জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির কর্মচারি বা কর্মকর্তা কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন মোকাদ্দমা দায়ের করা যাইবে না।

২০। দন্ড ঃ

যদি কেউ ধারা-৩ বা ধারা-৪, লংঘন করে বা লংঘনে প্ররোচিত হয় তবে ৫ বছর সময়ের জন্য কারাদন্ড বা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড প্রযোজ্য হইবে। ক্ষতির পরিমাণ যদি ১০ লক্ষ টাকার অধিক হয় তবে অর্থদন্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারা-৬ এবং ৭ লংঘন করে বা লংঘনে প্ররোচিত হয় তবে ১ বছরের কারাদন্ড হইবে যা সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত হইতে পারে অথবা সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডই হইতে পারে।

২১। সরকার, জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কারিগরি কমিটির আদেশ বা নির্দেশ লংঘনের দন্ড ঃ

এ আইনের আওতায় বর্ণিত হয়নি এমন কোনো ধারার লংঘন, সরকার বা এনটিসিবি-র কোন আদেশ বা নির্দেশ যদি কোন ব্যক্তি লংঘন করেন তাহার শাস্তি আইনে বর্ণিত হয়নি এমন ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড এবং একই অপরাধে দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড এবং ধারাবাহিক লংঘনের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের দিন থেকে প্রতিদিনের জন্য ১ লক্ষ টাকা হারে অর্থদন্ড প্রযোজ্য হইবে।

২২। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধ ঃ

(১) এই অধ্যাদেশের কোন প্রকার লংঘন বা কোন অপরাধ যদি কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হয় তবে অপরাধ সংঘটনের সময় দায়িত্বরত সকল ব্যক্তি এবং কোম্পানীর কার্যাবলী অথবা ব্যবসার দায়িত্বপ্রাপ্তরা বিধি লংঘনের জন্য অপরাধী হিসেবে গণ্য হইবে এবং সেই মোতাবেক বিচারের জন্য সোপর্দ হইবেন।

(২) উপধারা-১ এর মধ্যে এবং এই আইনের সাথে পরিপন্থী নয় এমন ক্ষেত্রে যদি কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন অপরাধ বা বিধি লংঘন ঘটে এবং তা প্রমাণিত হয়, অপরাধ বা বিধি লংঘনটি পরিচালক, ব্যবস্হাপক, সচিব বা কোম্পানীর অন্য কোন কর্মকর্তার জ্ঞাতসারে হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে সেই পরিচালক, ব্যবস্হাপক, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা আইন লংঘনের জন্য অপরাধী হইবেন এবং সেই মোতাবেক বিচারের জন্য সোপর্দ হইবেন।

২৩। অন্যান্য আইনের উপর পরিপূরক প্রভাব ঃ

এ আইনের প্রয়োগ বিদ্যমান পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫), বনআইন (১৯২৭), বন্যপ্রাণী আইন (১৯৭৩) এবং মৎস্য আইন (১৯৫২) সংক্রান্ত যেই কোনো আইনের পরিপূরক হইবে ।

২৪। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ঃ

এই অধ্যাদেশ মোতাবেক সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের আওতায় কৃত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি না

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/বিভাগ/জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এই বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা মামলা দায়ের না করেন।

(খ) অপরাধ সংঘটনের ৩০ দিনের মধ্যে ঐ অপরাধ বিষয়ে কোন সুফল-প্রত্যাশি বা সংক্ষুব্দ ব্যক্তি এই জাতীয় অপরাধের বিষয়ে সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষ বরাবরে নোটিশ প্রদান করিয়া থাকেন ।

২৫। সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ

সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপণ জারী করিয়া এই আইনের বাস্তবায়নের সুবিধার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

বিশেষতঃ প্রসঙ্গের পরিপন্থী হইবে না এমন ক্ষেত্রসমূহ যেমনঃ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জীবসম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং জীবসম্পদে অনুপ্রবেশের (Access) শর্তাবলী নির্ধারণ করা এবং জীববৈচিত্র্য সম্পদ ব্যবহারের কারণে প্রাপ্ত সুফল (Benefit)-এর ন্যায্য হিস্যা (Equitable Sharing)-সংরক্ষণকারী এবং অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে নিশ্চিত করা, ইত্যাদি সংক্রান্ত যেই কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়নসহ নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।